ডিএ শুনানি হবে জুলাইয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৭ মে: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কর্মচারী সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন। এই যুক্তিতে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে ডিএ সংক্রান্ত মামলার শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করল। কর্মী সংগঠনের আইনজীবীরা তাতে আপত্তি না করায় শীর্ষ আদালত বলেছে, জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পরবর্তী শুনানি হবে। তবে তার আগে বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পালন নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে 'স্টেটাস রিপোর্ট' চাওয়া হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মেটানোর নির্দেশ দেওয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার প্রথমে তাতে কিছু বদল চেয়ে আবেদন করেছিল। তারপরে আবার ভোটের মরসুমে সুপ্রিম কোর্টে তারা জানিয়েছিল, রাজ্য সরকারের প্রায় ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার কর্মচারীকে ২০১৬-২০১৯-এর বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বাবদ ৪ হাজার ৯৭৪ কোটি টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কর্মচারী সংগঠনগুলি আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করে অভিযোগ করেছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কর্মীদের মধ্যে বিভাজন করছে। এ বিষয়ে বুধবার সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি সঞ্জয় কারোল ও বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বেঞ্চে রাজ্যের বিজেপি সরকারের হয়ে কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, মুখ্যমন্ত্রী কর্মী সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসছেন। তারপরে শুনানি হোক। এই বৈঠক ৩০ মে হওয়ার কথা ছিল। তবে তা পিছিয়ে ১ জুন হতে পারে।

সিদ্দার ইস্তফা প্রায় নিশ্চিত

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৭ মে: দলের দুই নেতার দ্বন্দ্বে কংগ্রেস হাইকমান্ড বরাবরই সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেছে। আঞ্চলিক দলের সঙ্গে আসন সমঝোতার প্রশ্নেও সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেছে। এই সিদ্ধান্তহীনতা কাটিয়ে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস হাইকমান্ড এ বার কেরল, তামিলনাড়ু এবং শেষে কর্নাটকে নির্ণায়ক সিদ্ধান্তগ্রহণের পরিচয় দিতে চাইছে। সেই সিদ্ধান্ত যাতে কার্যকর হয়, তা-ও নিশ্চিত করতে চাইছে।

মঙ্গলবারই রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে কর্নাটকের কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়াকে বার্তা দিয়েছিলেন, তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর গদি থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। সব ঠিক থাকলে বৃহস্পতিবারই বিকেল তিনটেয় সিদ্দারামাইয়া মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে চলেছেন। দু'বছর পরে ২০২৮-এর বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে উপমুখ্যমন্ত্রী তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি কে শিবকুমার মুখ্যমন্ত্রী হবেন। কংগ্রেস সূত্রের খবর, ওবিসি নেতা সিদ্দারামাইয়াকে রাজ্যসভায় আসার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে, তিনি নিজে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হতে পারেন। অথবা তাঁর পছন্দি কেউ হতে পারেন। সিদ্দারামাইয়ার পদত্যাগের পরে পরিষদীয় দলের বৈঠক ডেকে শিবকুমারের নাম পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে স্থির করা হবে। তার পরে তিনি নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন। মন্ত্রিসভা ঢেলে সাজানো হবে। রাহুল গান্ধী চাইছেন, মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু, দলিত, ওবিসি, তরুণদের বেশি করে জায়গা দেওয়া হোক।

কংগ্রেস সূত্রের বক্তব্য, রাহুল, মল্লিকার্জুন খড়্গে ও প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বঢ়রা সম্প্রতি কেরলে কে সি বেণুগোপালকে ঠেকিয়ে ভি ডি সতীশনকে মুখ্যমন্ত্রী করেছেন। তার পরে তামিলনাড়ুতে ডিএমকে-র সঙ্গ ছেড়ে টিভিকে-র বিজয়ের সরকারে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ২০২৯-এর লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে কংগ্রেস এ বার অন্ধ্রপ্রদেশে জগমোহন রেড্ডির ওয়াইএসআর কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলানোর কথা ভাবছে।

অসমে পাশ ইউসিসি

গুয়াহাটি, ২৭ মে: তীব্র বিরোধিতা, প্রতিবাদ, সংশোধনী এবং সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর দাবির মধ্যেই অসম বিধানসভায় বুধবার ধ্বনিভোটে পাস হল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল। ফলে গুজরাত ও উত্তরাখণ্ডের পরে ইউসিসি পাশ করা তৃতীয় রাজ্য হল অসম। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা একে 'ঐতিহাসিক মুহূর্ত' বলে উল্লেখ করেন। ভারতীয় সংবিধানের ৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে এই বিল আনা হয়েছে। বিলটি এখন রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। আইন বলবৎ হতে তিন থেকে ছয় মাস সময় লাগতে পারে।

নিজস্ব সংবাদদাতা

বিজয়ন-গৃহে ইডি আক্রান্ত, কেরলে সন্দেশখালির ছায়া

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৭ মে: কমুরে কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের বাড়ি, তিরুঅনন্তপুরমে তাঁর ভাড়াবাড়ি-সহ ১২টি জায়গায় তল্লাশি চালাল ইডি। তিরুঅনন্তপুরমে সিআরপিএফের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে জড়ালেন সিপিএম কর্মীরা। ইটের আঘাতে ইডি আধিকারিকদের গাড়ির কাচ ভাঙল। জখম হলেন এক পুলিশ আধিকারিক। যা মনে করাল ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে পশ্চিমবঙ্গের সন্দেশখালিতে ইডি-র আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা। সে বার রেশন কেলেঙ্কারির তদন্তে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানকে জেরা করার জন্য সন্দেশখালিতে গিয়েছিল ইডি।

দিল্লিতেও ইডি-র দফতরের সামনে সিপিএম নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। সেখানে দলের সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি ছিলেন। আটক হয়েছেন বৃন্দা কারাট, অশোক ধাওয়লে এবং মরিয়ম ধাওয়লে। কেরলের ঘটনায় বিজেপির পাশাপাশি কংগ্রেসেরও হাত দেখতে পাচ্ছে সিপিএম। যদিও কংগ্রেস সাংসদ শশী তারুর এই অভিযোগ অস্বীকার করছেন। তাঁর যুক্তি, এই কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী শাসিত রাজ্য সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী চলে না।

বুধবারের ঘটনা আদতে বিজয়নের মেয়ে বীণা টি-এর তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা এক্সালজিক সলিউশনস (এখন বন্ধ) এবং কোচিন মিনারেলস অ্যান্ড রুটাইলের (সিএমআরএল) মধ্যে ১.৭২ কোটি টাকার আর্থিক লেনদেনকে কেন্দ্র করে। কোচির সংস্থাটি ২০১৫ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে এই টাকা এক্সালজিক-কে দিয়েছিল। কেন্দ্রের আর এক তদন্তকারী সংস্থা এসএফআইও-র দাবি, কোনও পরিষেবা কিংবা পরামর্শের বিনিময়ে এই লেনদেন হয়নি। এই লেনদেনের বিরুদ্ধে তদন্তের বিরোধিতা করে সিএমআরএল-এর আবেদন কেরল হাই কোর্ট মঞ্জুরবাব খারিজ করে দেয়। এর এক দিনের মধ্যেই ইডি-র তল্লাশি। বিজয়নের বাড়ির পাশাপাশি বীণা এবং তাঁর স্বামী পি এ মহম্মদ রিয়াসের কোচিকোড়ের বাড়ি, আলুভায় সিএমআরএল-এর এমডি শশীধরন কাতার বাড়ি এবং ওই সংস্থার দফতরে তল্লাশি চলছে। রিয়াস কেরলের প্রাক্তন মন্ত্রী। ইডি-র একটি সূত্র জানাচ্ছে, বিজয়নের বয়ান গ্রহণ করেছে তারা।

বুধবার ভোরে তিরুঅনন্তপুরমে বিজয়নের ভাড়াবাড়িতে ইডি-র দল হানা দেয়। তার পরেই বাড়ির বাইরে জমা হতে থাকেন সিপিএম কর্মীরা। কেন্দ্রীয় সরকার এবং ইডি-র বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। একটি ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে ইডি-র একটি সাদা গাড়িকে এগোতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। সেটির সামনে ও পিছনের কাচ পাথর মেরে ভাঙে দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তারক্ষীরা লাঠি চালিয়ে সিপিএম কর্মীদের সরিয়ে গাড়িটিকে যাওয়ার রাস্তা করে দিচ্ছেন। আর এক ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, পুলিশকর্মীরা এক পুলিশ আধিকারিকের কব্জিতে ভেজা রুমাল জড়িয়ে দিচ্ছেন। সম্ভবত তিনি আহত হয়েছেন। সিপিএম নেতারা কর্মীদের নিরস্ত করেন। ইডি জানিয়েছে, এই আক্রমণের ব্যাপারে মামলা দায়ের করবে তারা।

পরে বিজয়ন বলেন, "রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দলকে কাজে লাগাচ্ছে বিজেপি। রাহুল গান্ধীর মতো কেউ কেউ এতে খুশি হবেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, পিনারাই বিজয়নকে কেন গ্রেফতার করা হচ্ছে না। কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনও দলের সঙ্গে এমন হলে ওরা খুশিই হয়।"

বাদ পড়া নাম ধরে যাচাই নাগরিকত্ব

▶▶ পৃঃ ১-এর পর

ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাচ্ছেন, তাঁদের কী হবে?

এসআইআর-এর সাংবিধানিক বৈধতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্ট সে প্রশ্নের উত্তরও স্পষ্ট করতে চেয়েছে। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ রায় দিয়েছে, ভোটার হিসেবে যোগ্যতার বিষয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন নাগরিকত্ব নিয়ে 'সীমিত তদন্ত' করতে পারে। তবে তা শুধু ভোটের প্রক্রিয়ার জন্য। সেই তদন্তের ফলে কারও নাগরিকত্ব নির্ধারণ হয় না। কমিশনের সিদ্ধান্ত নাগরিকত্ব নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। এই মাপকাঠিতে ভোটার তালিকা থেকে কারও নাম মোছা কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট সংস্থার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের উপরে নির্ভরশীল।

সুপ্রিম কোর্টের রায়, ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাঁদের ক্ষেত্রে কমিশন মনে করবে, তাঁরা নাগরিক নন, তাঁদের নাম নাগরিকত্ব নির্ধারণের জন্য ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থার কাছে পাঠাতে হবে। এই সংস্থা আগামী লোকসভা, বিধানসভা বা পুর-পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এ বিষয়ে আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে। তবে তার আগে ওই ব্যক্তিকে নোটিশ পাঠিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনতে হবে। যদি এই সংস্থা সিদ্ধান্ত নেয়, এঁরা নাগরিক, তা হলে তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় যোগ করতে হবে।

কংগ্রেস সাংসদ তথা এসআইআর মামলার অন্যতম আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভির প্রশ্ন, "কমিশন প্রথমে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়েছে। পরে সেই নাম বাদ দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। মাঝে নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট এ জন্য নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করেনি। আবার এক দিকে রায়ে বলেছে, কারও নাগরিকত্ব নিয়ে কমিশন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। সে ক্ষমতা রয়েছে নাগরিকত্ব আইনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থার কাছে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে। অথচ নির্বাচন কমিশন নাগরিকত্বের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই মানুষকে বাদ দিয়েছে। এটা কি স্ববিরোধিতা নয়?"

সুপ্রিম কোর্ট আজ বলেছে, এসআইআর প্রক্রিয়ার সঙ্গে জন প্রতিনিধিত্ব আইন বা ভোটার নথিভুক্তিকরণ বিধিনিয়মের বিরোধ নেই। বরং নির্বাচনী কাঠামো নিয়ে সংবিধানের পঞ্চদশ অংশের লঙ্ঘন সুরক্ষিত রাখতেই এসআইআর করা হয়েছে। বিহারে এসআইআর শুরুর পরে নানা অভিযোগ ওঠায় সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন সময়ে তার খামতি পূরণে বিভিন্ন নির্দেশ দিয়েছিল। সেই এসআইআর-এর বৈধতা সিলমোহর দিলেও সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, এসআইআর-এর বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা হতে পারে। তাই এসআইআর প্রক্রিয়ায় কারও নাগরিকত্ব নিয়ে তদন্ত আইন মেনে হতে হবে ও প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে।

রায়ের পরে সুপ্রিম কোর্টে প্রথম মামলাকারী সংগঠন এডিআর (অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস)-এর আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ বলেন, "পুরোপুরি পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচন কমিশনকে স্বচ্ছতা ছাড়াই ভোটার তালিকা নিয়ে যা খুশি করার 'ব্ল্যাঙ্ক চেক' দেওয়া হল। এটা দেশের গণতন্ত্রের জন্য বিপদ সঙ্কেত। সুপ্রিম কোর্টের জন্যও কালো দিন।"

বিরোধী শিবির বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এসআইআর-এর মাধ্যমে 'ভোট চুরি'-র অভিযোগ তুলেছিল। সুপ্রিম কোর্ট এসআইআর-এ সিলমোহর দেওয়ায় তা বিরোধী শিবিরের জন্য ধাক্কা। কমিশনের শীর্ষস্তরে এই রায়ে খুশির আবহ। কমিশনের কর্তাদের বক্তব্য, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার প্রথম থেকেই বলছেন, এসআইআর-এর উদ্দেশ্য হল ভোটার তালিকায় যোগ্য ভোটারদের নাম রাখা। অযোগ্যদের নাম যাতে না থাকে, তা নিশ্চিত করা। বিজেপি দাবি তুলেছে, ভোট চুরির অভিযোগ তোলার জন্য রাহুল গান্ধীর ক্ষমা চাওয়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেসের এসআইআর কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বসুর বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টের রায় অপ্রত্যাশিত নয়। কারণ আদালত প্রথমে বিহার, তার পরে পশ্চিমবঙ্গ-সহ ১২টি রাজ্যে এসআইআর হতে দিয়েছে। এই রায় এসআইআর-কে যুক্তিযুক্ত বললেও যে ভাবে বাংলায় এসআইআর হয়েছে, এই রায় তাতে সিলমোহর দিয়েছে বলা যায় না। এসআইআর-এর বিজ্ঞপ্তিতে তথ্যগত অসঙ্গতির মাপকাঠি ছিল না। আপিল ট্রাইবুনালে সিদ্ধান্ত না হওয়ার ফলে ২৭ লক্ষ মানুষ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাঁর জন্য কাকে দায়ী করা হবে? তাঁর বক্তব্য, রায়ে ভুল করে লেখা হয়েছে, যাঁরা ২০০৩-এর তালিকা থেকে বাদ গিয়েছেন, তাঁদের নাম কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঠাতে হবে।

সুপ্রিম কোর্ট রায়ে বলেছে, বিহারের যে সব বাসিন্দার নাম নির্বাচন কমিশন 'অনুপস্থিত, মৃত, স্থানান্তরিত ও ডুপ্লিকেট' তালিকার হিসেবে চিহ্নিত করে বাদ দিয়েছে, তাঁরা সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করতে পারবেন। অভিষেক মনু সিঙ্ঘভির অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে নির্বাচন কমিশনের বহু খামতি, ভুলের উল্লেখ রয়েছে। যা বিভিন্ন এনজিও ও রাজনৈতিক দলগুলি সুপ্রিম কোর্টে তুলে ধরেছিল। বিহারে মাত্র চার মাস, বাংলায় মাত্র পাঁচ মাসে এসআইআর হয়েছে। এত কম সময়—এই মৌলিক ভ্রান্তি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট কোনও মন্তব্য করেনি।

■ বাড়ছে গরম, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জলসঙ্কট। ট্যাঙ্কার থেকে জল ভরার জন্য হাতাহাতির উপক্রম দিল্লিতে (ছবিতে)। বুধবারই এই আবহাওয়ায় সতর্ক থাকার জন্য বার্তা পাঠিয়ে সমাজমাধ্যমে এক্সে পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। লিখেছেন, 'ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ছে এবং তার সঙ্গে বাড়ছে নানা সমস্যাও। আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ, যতটা সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করুন। শরীরে জলের ঘাটতি হতে দেবেন না, বাইরে বেরোলে সঙ্গে জল রাখুন।... এই তাপপ্রবাহের সময়ে যতটা সম্ভব বয়স্ক বাবা-মা, দাদু-ঠাকুমা বা প্রিয়জনদের খোঁজখবর নিন। ...এই তীব্র গরমে আমাদের আশপাশের পাখি ও পশুদের কথাও মনে রাখা জরুরি।' *পিটিআই*

এনডিএ-র মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে শুভেন্দু

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৭ মে: রাজ্য স্তরে আর্থিক সংস্কারের লক্ষ্যে আগামী ১১ জুন নীতি আয়োগের পরিচালন পরিষদের বৈঠক ডেকেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যাতে উপস্থিত থাকার কথা সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের। বিজেপি সূত্রের মতে, ওই বৈঠকের ঠিক এক দিন আগে, ১০ জুন এনডিএ-শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠকে বসতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সেই বৈঠকে যোগ দেবেন।

পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের কারণে অর্থনীতিতে এখন আশঙ্কার ছায়া। তেলের দাম লাফিয়ে বাড়ছে। উর্ধ্বমুখী নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম। যুদ্ধের প্রভাব পড়ছে চাকরির বাজারেও। এই আবহে এনডিএ-শাসিত রাজ্যগুলি কোন পথে এগোবে, কোন আর্থিক সংস্কারের পথে হাঁটবে— তা নিয়ে দিশা দেখাতে এই বৈঠক। থাকবেন শীর্ষস্থানীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাও। জনকল্যাণমূলক কাজের সুফল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছনো, পরিকাঠামো উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মতো বিষয়গুলি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হতে চলেছে।

আগামী বছর বিজেপি-শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। এই রাজ্যগুলিতে উন্নয়নের বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হবে এনডিএ-র বৈঠকে। জানা গিয়েছে, এনডিএ-শাসিত রাজ্যগুলিকে নিজেদের রিপোর্ট কার্ড বানানো এবং সফল প্রকল্পের উদাহরণ তুলে ধরতে বলা হয়েছে। শুভেন্দুর পাশাপাশি বৈঠকে থাকতে চলেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরি। প্রায় কুড়ি বছর ধরে বিহার সরকারে ছোট শরিক হিসেবে বিজেপি। সেখানে সম্প্রতি পালাবদলের পরে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন বিজেপির সম্রাট। অন্য দিকে, এনডিএ-র মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে প্রথম বার যোগ দেবেন শুভেন্দু।

ডাকলেই যাবেন? দলের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত চান সুদীপ

অগ্নি রায়

নয়াদিল্লি, ২৭ মে: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রশাসনিক বৈঠকে ডাকলেই তৃণমূলের সদ্য জেতা বিধায়কদের সেখানে চলে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করা প্রয়োজন বলে মনে করছেন তৃণমূলের লোকসভার প্রবীণ সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরাজয়ের পর দলের কিছু বিধায়ক, পুরপ্রতিনিধি এবং সাংসদদের মধ্যেও 'দোদুলমানতা' দেখা যাচ্ছে বলে মনে করছেন সুদীপ। গত এক সপ্তাহের মধ্যে দু'বার স্বতন্ত্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। প্রথমটি দিল্লির পুরনো বঙ্গভবনে যাকে তিনি 'সৌজন্য সাক্ষাৎ' হিসেবে তুলে ধরেছেন। গতকাল বিধানসভার স্পিকারের ঘরে শুভেন্দু থাকাকালীন ঢোকেন ঋতব্রত, সঙ্গে আর এক তৃণমূল সাংসদ সন্দীপন সাহাকে নিয়ে। সেখান থেকে বেরিয়ে 'গঠনমূলক বিরোধিতার' কথা বলেছেন তাঁরা। সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদারের সঙ্গে ৬ জন বিধায়ক কল্যাণীতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী নিশীথ প্রমাণিকের ডাকা বৈঠকে গিয়েছেন ১১ জন তৃণমূল বিধায়ক। সুদীপের কথায়, "বোঝা-ই যাচ্ছে, এই নেতারা কেউ তৃণমূল নেত্রীর অনুমতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বা বিজেপি-র কোনও মন্ত্রীর কাছে যাচ্ছেন। সুতরাং এই বিষয়ে দ্রুত সুনির্দিষ্ট নীতি তৈরি করতে হবে, তাঁদের ডেকে কথা বলতে হবে। কারণ, এরপর অন্য জেলাতেও মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক বৈঠক করবেন এবং সেখানেও গঠনমূলক বিরোধিতার খাতিরে তৃণমূলের বিধায়ক-নেতারা যেতেই থাকবেন!"

সুদীপের অভিযোগ, "বিজেপি সরকার ছিচারিতা করছে। এক দিকে বড় মনের পরিচয় দিতে চেয়ে বিরোধী বিধায়কদের ডাকছে। অন্য দিকে ৮০ জন বিধায়কের বিরোধী দল হওয়া সত্ত্বেও বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে ঘর দেওয়া হচ্ছে না। ওরা যখন ৭৭ জনের বিরোধী দল ছিল, আমরা এ হেন আচরণ করিনি।"

লোকসভায় তৃণমূলের উপনেতা শতাব্দী রায় অবশ্য মনে করেন, রাজ্যের মন্ত্রীদের বৈঠকে বিরোধীদের যাওয়ার একটি ভাল দিক রয়েছে। তাঁর কথায়, "কেন্দ্রে মন্ত্রীদের কাছে নিজেদের এলাকার কাজের জন্য যাওয়ার অনুমতি আমাদের নেই, আমরা যেতে পারতাম না। এ বার রাজ্যেও আমাদের সরকার নেই। সেখানেও যদি আমরা গিয়ে নিজেদের নির্বাচনী এলাকার কথা তুলতে না পারি, তা হলে এলাকার উন্নয়নের জন্য তো ফেরত যাবে।" তবে যাঁরা মাটি কামড়ে পড়ে থেকে দলকে ৭৭ বিধায়ক থেকে ২০৮-এ এনেছেন, বিজেপি-র সেই অংশ দলের 'তৃণমূলীকরণ' চান না। গত কাল ঋতব্রতর সঙ্গে স্পিকারের ঘরে যান এক্টলি থেকে প্রথম বার জিতে আসা বিধায়ক সন্দীপন। যাঁকে হারিয়েছেন সন্দীপন, সেই প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল বলেন, "ক্ষমতার বদল হলেই দলে দলে পরাজিতরা যদি শাসক হতে চায়, গণতন্ত্রে তা মানায় না। তা হলে আমরা যাঁরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়েছি, তাঁদের কী হবে? মুখ্যমন্ত্রীর উপর আমার পূরো ভরসা রয়েছে এ ব্যাপারে।"

পंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

সেল নোটিস
ই-অকশনের তারিখ: ১৬.০৬.২০২৬

সার্কেল অফিস, স্ট্রেস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন, দুর্গাপুর, (সিও এসএএমডি দুর্গাপুর), নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চবঙ্গ / ই-মেল: codgprec@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য সেল নোটিস
ইএমডি (বায়না জমা) এবং কাগজপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়: ১৬.০৬.২০২৬/ বেলা ২.০০টা পর্যন্ত।

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর নং ৫৪) অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট রেহানাবদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯ (১)-এর বিধানাবলির সহিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পৎ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন সেল নোটিস।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করিয়া ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারেন্টর(গণ)-কে এতদ্বারা নোটিস দেওয়া হইতেছে যে, অত্র নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি জামিনযুক্ত পাওনাদার-এর নিকট রেহানাবদ্ধ/ চার্জযুক্ত রহিয়াছে, যাহার কব্জাকালীন/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার/ জামিনযুক্ত পাওনাদার কর্তৃক লওয়া হইয়াছে এবং উহা নিম্নে বর্ণিতমতো সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ ও গ্যারেন্টরগণ-এর নিকট হইতে ব্যাঙ্ক/ জামিনযুক্ত পাওনাদারের বাকেয়া উশুলের নিমিত্ত অত্র নিম্নোক্ত সারণি-তে উল্লেখিত তারিখে "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যাহা কিছু আছে" এবং "যেখানে যেরূপ প্রকার আছে" ভিত্তিতে বিক্রয় করা হইবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহের জন্য সংরক্ষিত মূল্য ও বায়না জমার পরিমাণ নীচের সারণি-তে উল্লেখ করা হইল।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ [উক্ত সম্পত্তি জামিনযুক্ত পাওনাদারের কনস্ট্রাক্টিভ দখল/বাস্তবিক দখল অধীন]

ক্রঃ নং	ব্রাঞ্চের নাম অ্যাকাউন্টর নাম ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টরগণের অ্যাকাউন্টর নাম ও ঠিকানা	রেহানাবদ্ধ স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ, মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-এর বন্ধকদাতাগণ) ও দখল	(ক) ১৩(১) ধারা অধীনে ডিমান্ড নোটিসের তারিখ (খ) দখলের তারিখ (গ) নিয়োক্ত তারিখমতো অবশিষ্ট বকেয়া	(ক) সংরক্ষিত মূল্য (খ) বায়না জমা (গ) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ (টাকায়)	ই-অকশনের তারিখ ও সময়
১।	বি.ও.- ০০৩৬০০- আসানসোল, বাস্তিন বাজার অ্যাকাউন্টঃ মহঃ শহিদ পারভেজ ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টরগণ : মহঃ শহিদ পারভেজ, পিতা- প্রয়াত মহম্মদ ইব্রাহিম, রেলপার, চারবি মহল্লা, কে.টি. রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১। জাহিদা খাতুন, স্বামী- প্রয়াত মহম্মদ ইব্রাহিম, রেলপার, চারবি মহল্লা, কে.টি. রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১। মহঃ আরিফ রাজা বেদিল, পিতা- প্রয়াত মহম্মদ ইব্রাহিম, রেলপার, চারবি মহল্লা, কে.টি. রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১। মহঃ আরশাদ পারভেজ, পিতা- প্রয়াত মহম্মদ ইব্রাহিম, রেলপার, চারবি মহল্লা, কে.টি. রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১। মহঃ রেয়াজ আহমেদ, পিতা- প্রয়াত মহম্মদ ইব্রাহিম, রেলপার, চারবি মহল্লা, কে.টি. রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১।	নিম্নোক্ত সম্পত্তির সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, জমি ও দুইতলা বিল্ডিং, স্থান: মৌজা- আসানসোল, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, জে.এল. নং- ২০, খতিয়ান নং- ৪০৩৯, সি.এস. প্লট নং- ৪৭৪৬, রেলপার, চারবি মহল্লা, আসানসোল, এরিয়া ৩.৫০ ডেসিমেল, জাহিদা খাতুন, মহঃ শহিদ পারভেজ, রেয়াজ আহমেদ, আরিফ রাজা বেদিল ও আরশাদ পারভেজের নামে, ১৯৬২-এর দলিল নং- ৩২৯৬-এর আওতাভুক্ত। দখল: কনস্ট্রাক্টিভ	(ক) ১৯.০৭.২০১৮ (খ) ০৬.১০.২০১৮ (গ) টাকা ১৩,১০,৬৭৭.০০/- (তেরো লক্ষ তেরো হাজার ছয়শত সাতাত্তি টাকা) উপরোক্ত নোটিসে উল্লেখিতমতো তৎসহ হালফিলকৃত সুদ	(ক) টাঃ ২২.১৯ লক্ষ (খ) টাঃ ২.২২ ল